কালের কণ্ঠ EN

প্রকাশ: ১২ অক্টোবর, ২০২৩ ২১:২৭

সেন্ট মার্টিন থেকে সরানো হলো ১৮০ মণ প্লাস্টিক বর্জ্য

জাকারিয়া আলফাজ, টেকনাফ

পর্যটন মৌসুমের শুরুতেই প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিন থেকে ১৮০ মণ প্লাস্টিক বর্জ্য সরিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কেওক্রাডং বাংলাদেশ'। গত বছরের মতো এবারও ৯ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর পর্যন্ত টানা তিনদিন সেন্ট মার্টিন দ্বীপের অলিগলি ও সমুদ্র সৈকতের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্লাস্টিক বোতল, খাদ্য দ্রব্যের প্যাকেট, নানান ধরনের অপচনশীল ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহে নেতৃত্ব দেয় 'কেওক্রাডং বাংলাদেশ' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

এ ছাড়া কেওক্রাডং বাংলাদেশ ২০১০ সাল থেকে প্রতি বছর নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে আন্তর্জাতিক সংস্থা ওশান কনজারভেন্সি ও কোকাকোলার সহযোগিতায় বড় ধরনের আরো একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে আসছে।

সেন্ট মার্টিনে স্থানীয় সাংবাদিক নূর মোহাম্মদ বলেন, প্রতি বছর হাজার হাজার পযর্টক প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে বেড়াতে এসে ফেলে যান নানা রকম প্লাস্টিক বর্জ্য।

সঙ্গে যোগ হয় স্থানীয়দের ব্যবহারিত বিভিন্ন পলেথিন বর্জ্য। অপচনশীল এসব প্লাস্টিক বর্জ্যের ভারে হুমকিতে পড়েছে ছোট্ট এই দ্বীপের প্রাণ-প্রকৃতি। ভ্রমণ মৌসুম শুরুর ঠিক আগে প্রতিবছর সেন্ট মার্টিনের সমুদ্র সৈকত আর লোকালয়ের যত্রতত্র পড়ে থাকা এসব প্লাস্টিক বর্জ্য সরানোর মতো মহৎ কাজ করছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কেওক্রাডং বাংলাদেশের সদস্যরা।

স্বেচ্ছাসেবীরা জানান, এসব প্লাস্টিক বর্জ্য ১৫০টি প্লাস্টিকের বস্তায় ভর্তি করে ২টি ট্রলারে করে সেন্টমার্টিন দ্বীপ থেকে টেকনাফে নিয়ে আসা হয়।

পরে প্লাস্টিক এই বর্জ্যগুলো ট্রাকযোগে টেকনাফ পৌরসভার বর্জ্য ডাম্পিং স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়।

কেওক্রাডং বাংলাদেশের সমন্বয়কারী এবং ওশান কনজারভেন্সির বাংলাদেশের সমন্বয়কারী মুনতাসির মামুন বলেন, সামুদ্রিক আর্বজনা বা মেরিন ডেবরিজ বর্তমান দুনিয়াতে বহুল আলোচিত। এর মূল কারণ

হিসেবে মেরিন ডেবরি থেকে যে মাইক্রোপ্লাস্টিক/মাইক্রোফাইবার বা যে কোনো ধরনের প্লাস্টিকের কণা সামুদ্রিক পরিবেশ তথা যেকোনো পরিবেশের সঙ্গে যে হারে মিশে যাচ্ছে তাতে আমাদের খাদ্যশৃঙ্খলে প্লাস্টিকের উপস্থিতি, মানবদেহে, রক্তে, মলে এমনকি মাতৃদুধেও প্লাস্টিক কণা পাওয়া যাচ্ছে। এর ভয়াবহতার পরিমাপ আমাদের এখনও পুংখানুপঙ্খভাবে করা সম্ভব হয়নি।

তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে ভৌগলিক কারণে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকের অন্তিম গন্তব্য যেকোনো জলাধার হয়ে থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। আর সেন্ট মার্টিনের মতো ছোট দ্বীপে পড়ে থাকা প্লাস্টিক যদি মূল ভূখণ্ডে নিয়ে আসা না হয় তবে এর পরিণাম শুধু এই দ্বীপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ছড়িয়ে পড়ে বঙ্গোপসাগরে। আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস ছিল আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সেই পরিণামকে যতটা সম্ভব সীমিত করা।

সেন্টমার্টিনের প্যানেল চেয়ারম্যান আক্তার কামাল বলেন, সেন্টমাটিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার এ উদ্যোগটি খুবই প্রশংসনীয়।

সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করলে অবশ্যই সফল হওয়া সম্ভব হবে। আগামীতে সেন্ট মার্টিনে এ ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করলে দ্বীপের পরিবেশের জন্য তা খুবই উপকার বয়ে আনবে।

প্রাসঙ্গিক

সেন্টমার্টিন | ১৮০ মণ | প্লাস্টিক বর্জ্য | কেওক্রাডং বাংলাদেশ

মন্তব্য

সম্পর্কিত খবর

আটকা পড়েছে শতাধিক পর্যটক

সেন্টমার্টিন যাওয়ার পথে স্পিডবোট ডুবিতে নারীর মৃত্যু

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত প্লাস্টিক

সেন্টমার্টিনে পর্যটকবাহী জাহাজ

বর্জ্যমুক্ত করার তাগিদ চলাচল শুরু

/ সারাবাংলা

প্রকাশ: শুক্রবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ ০৪:০০

গোপনাঙ্গ হারিয়ে যুবক হাসপাতালে, স্ত্রী-শাশুড়ি গ্রেপ্তার

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

অ + অ -

গ্রেপ্তারকৃত স্ত্রী ও শাশুড়ি

হবিগঞ্জের মাধবপুরে যুবকের গোপনাঙ্গ কাটার ঘটনায় স্ত্রী ও শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) গাজীপুর থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাদেরকে মাধবপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়। মাধবপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আতিকুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মাধবপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আতিকুর রহমান জানান, ১৮ সেপ্টেম্বর

সন্ধ্যায় জোনাকী বেগম ও তার সহযোগীরা জুসের (কোমল পানিয়) সঙ্গে চেতনানাশক মিশিয়ে স্বামী হাবিব মিয়াকে সেবন করতে দেন। জুস পান করার পর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার গোপনাঙ্গ কেটে ফেলা হয়। হাবিব মিয়া যন্ত্রণায় চিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেন।

সেখানে অস্ত্রোপচার করা হয়। বর্তমানে তিনি ঢাকার একটি ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তিনি আরো জানান, হাবিব মিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলার শশই গ্রামের রাষ্ট্র মিয়ার ছেলে। মাধবপুরের নজরপুর গ্রামের জোনাকী বেগমকে দ্বিতীয় বিয়ে করেন হাবিব।

কিছুদিন যেতে না যেতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এর জের ধরে ওই ঘটনা ঘটিয়েছেন জোনাকী। হাবিবের বাবা রাষ্ট্র মিয়া বাদী হয়ে জোনাকী ও তার মাসহ কয়েকজনকে আসামি করে থানায় মামলা করেন। ঘটনার পর থেকে জোনাকী ও তার মা বকুল বেগম আত্মগোপনে চলে যান । বৃহস্পতিবার গাজীপুর থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রাসঙ্গিক

গোপনাঙ্গ | ঢামেক | গ্রেপ্তার | মাধবপুর থানা | হবিগঞ্জ

মন্তব্য

প্রকাশ: শুক্রবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ ০৩:০১

‘৮ কেন্দ্রে ভোট ডাকাতি করেছি’ দাবি করে ফেঁসে গেলেন সেই চেয়ারম্যান

বিশেষ প্রতিনিধি, কক্সবাজার

অ + অ -

ভিডিও থেকে সংগৃহীত ছবি

কক্সবাজারে ইভিএম পদ্ধতির ভোটে নৌকার পক্ষে ৮টি কেন্দ্রে ভোট ডাকাতি করে দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করা সেই আত্মস্বীকৃত যুবলীগ নেতা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইমরুল কায়েস চৌধুরীর বিরুদ্ধে এবার সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) চট্টগ্রামের সাইবার ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করেন কক্সবাজার সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কায়সারুল হক জুয়েল। আদালত মামলার অভিযোগ আমলে নিয়ে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-কে তদন্ত পূর্বক রিপোর্ট দিতে বলেছেন। মামলার বাদী কায়সারুল হক জুয়েল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, কক্সবাজার পৌরসভার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী মেয়র প্রার্থী মাহবুবুর রহমান চৌধুরীর প্রচারণা সভায় গত ৬ জুন উখিয়া উপজেলা যুবলীগের সভাপতি প্রার্থী এবং হলদিয়া পালং ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান এস.এম ইমরুল কায়েস চৌধুরী অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন।

বক্তব্যের সময় অপর মেয়র প্রার্থী ও আওয়ামী লীগ নেতা মাশেদুল হক রাশেদের ছোটভাই সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কায়সারুল হক জুয়েলের উদ্দেশে ইমরুল কায়েস চৌধুরী বলেন, ‘কক্সবাজারের ৮টি কেন্দ্রের মধ্যে আমি ভোট ডাকাতি করেছিলাম নৌকার পক্ষে গিয়ে, তুমি (কায়সারুল হক জুয়েল) উপজেলা চেয়ারম্যান হয়েছ। আমি ইমরুল কায়েস যদি না থাকতাম তুমি উপজেলা চেয়ারম্যান হতে পারতে না। এমনকি ইভিএমএর মধ্যেও তোমার জন্য ভোট ডাকাতি করে তোমাকে

আমরা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বানিয়েছি।

,

যুবলীগ নেতা ইমরুল কায়েস চৌধুরীর এমন বক্তব্যের ভিডিও তৎক্ষণাৎ ভাইরাল হয়ে পড়ে। এমন ভিডিও বক্তব্য নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। একজন যুবলীগ নেতা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের এমন বিতর্কিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন উক্ত ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নিতে স্থানীয় সরকার বিভাগকে নির্দেশনা দেন।

নির্দেশের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ কক্সবাজারের জেলা প্রশাসককে ঘটনা তদন্তের নির্দেশসহ পরবর্তীতে উক্ত চেয়ারম্যানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে বাদী উল্লেখ করেন।

বাদী কায়সারুল হক জুয়েল মামলার আরজিতে আরো উল্লেখ করেন, নির্বাচনী প্রচারণার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে লোমহর্ষক মিথ্যা ও মানহানিকর প্রদান করেন যা সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলে প্রচার হয়েছে। এ কারণে উক্ত ইউপি চেয়ারম্যান বর্তমান সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করার মাধ্যমে সরকার বিরোধী বিদ্বেষ ও অস্থিরতা সৃষ্টির মতো অপরাধ সংঘটিত করেন বলে বাদী উল্লেখ করেন।

প্রসঙ্গত, কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার হলদিয়া পালং ইউনিয়ন

পরিষদের চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা এস,এম ইমরুল কায়েস চৌধুরীর বিরুদ্ধে হতদরিদ্র নারীদের জন্য সরকারের বরাদ্দ দেওয়া চাল এবং কর্মসৃজন প্রকল্পের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ইতিমধ্যে দুদকের তদন্তও শুরু হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক

কক্সবাজার | ইভিএম | নির্বাচন | ভোট | সাইবার নিরাপত্তা আইন

মন্তব্য

প্রকাশ: শুক্রবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ ০২:২২

ধামরাইয়ে মা ও ৩ মাসের শিশুকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি

ধামরাই (ঢাকা) প্রতিনিধি

অ + অ -

ঢাকার ধামরাইয়ে এক ইটভাটার ম্যানেজারের বাড়িতে ডাকাতি সংগঠিত হয়েছে। ডাকাতদল ইটভাটা ম্যানেজার মাসুদ রানার তিন মাসের শিশুপুত্রকে হত্যার হুমকি দিয়ে ও তার স্ত্রীকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে নগদ ৭৭ হাজার টাকা ও ৩ ভরি স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে গেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ধামরাইয়ের সূতিপাড়া ইউনিয়নের নওগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বাড়ির গৃহকর্তা মাসুদ রানা নওগাঁও গ্রামের মেসার্স হাজী ব্রিকস নামে একটি ইটভাটার ম্যানেজার।

সন্ধ্যার সময় এমন ডাকাতির ঘটনায় পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সূতিপাড়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য একেএম শফি উজ জামান স্বপন ভুক্তভোগী পরিবারের বরাত দিয়ে জানান, তার প্রতিবেশী মাসুদ রানার বাড়িতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মুখোশ পরিহিত একদল ডাকাত প্রবেশ করে। এসময় মাসুদ রানার অনুপস্থিতে ডাকাতরা

তার স্ত্রী বিথী আক্তারকে প্রথমে দেশীয় ধারালো অস্ত্র ঠেকিয়ে জিম্মি করে। এরপর তার তিন মাসের শিশু ছেলে রাফসান ইসলাম হামজাকে ছিনিয়ে নিয়ে গলায় ধারালো অস্ত্র ধরে আলমিরার চাবি চায়।

চাবি দিতে না অস্বীকৃতি জানালে শিশু হামজাকে হত্যার হুমকি দেয়। নিরুপায় হয়ে পরে আলমিরার চাবি দিলে আলমিরা থেকে নগদ ৭৭ হাজার টাকা ও ৩ ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে ডাকাতরা পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে ধামরাই থানার ওসি হারুন অর রশীদ বলেন, ‘ডাকাতির ঘটনায় কেউ থানায় অভিযোগ করেনি। অভিযোগ দিলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

,

প্রাসঙ্গিক

ঢাকা ধামরাই ডাকাতি স্বর্ণালংকার

মন্তব্য

/ সারাবাংলা

প্রকাশ: শুক্রবার, ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ ০১:৩০

খেলা শেষে সাগরে নেমে প্রাণ গেল ২ বন্ধুর

বিশেষ প্রতিনিধি, কক্সবাজার

অ + অ -

সাজিন ও আরিফুল (ফাইল ছবি)

কক্সবাজারে সমুদ্র সৈকতে গোসল করতে নেমে স্রোতের টানে দুই স্কুলছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১২ অক্টোবর) বিকেল ৫টার দিকে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের শৈবাল পয়েন্টে এ ঘটনা ঘটে।

জেলা প্রশাসনের পর্যটন সেলের দায়িত্বে নিয়োজিত অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ ইয়ামিন হোসেন দুই স্কুলছাত্রের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। মৃত স্কুলছাত্র আকরামুল ইসলাম সাজিন (১৬) কক্সবাজার

শহরের মধ্যম বাহারছড়া এলাকার সাইফুল ইসলামের ছেলে ও আরিফুল ইসলাম (১৬) একই এলাকার মৃত মাহবুব আলমের ছেলে।

তারা দুজনেই কক্সবাজার পৌর প্রিপ্যারেটরি উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) ইয়ামিন হোসেন জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের শৈবাল পয়েন্টে আরিফুল ইসলাম ও আকরামুল ইসলাম সাজিনসহ কয়েকজন বন্ধু মিলে সৈকতের বালুচরে ফুটবল খেলছিল। খেলা শেষে এক পর্যায়ে দুই বন্ধু সৈকতের শেবাল পয়েন্টে গোসলে নামে। এক পর্যায়ে স্রোতের টানে আরিফুল ও সাজিন ভেসে যেতে থাকে।

এসময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত অন্য বন্ধুদের চিৎকারে স্থানীয় বিচকর্মী ও লাইফ গার্ডের সদস্যরা মুমূর্ষু অবস্থায় সাজিনকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও আরিফুল ভেসে যায়। পরে আকরামুল ইসলাম সাজিনকে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে আনা হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, ঘটনার পর থেকে নিখোঁজ স্কুলছাত্রের সন্ধানে লাইফ গার্ড ও বিচকর্মীরা সৈকতের শৈবাল পয়েন্ট থেকে রাত ৮টার দিকে নিখোঁজ আরিফুলের মরদেহ উদ্ধার করে।

কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল কর্মকর্তা (আরএমও) মো. আশিকুর রহমান বলেন, ‘বিকেল ৫টার দিকে এক স্কুলছাত্রকে মুমূর্ষু অবস্থায় আনা হয়েছে।

কিন্তু হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়।’

প্রাসঙ্গিক

চট্টগ্রাম | কক্সবাজার | সমুদ্র | শৈবাল পয়েন্ট

মন্তব্য

সর্বশেষ সংবাদ

- শান্তির প্রতীক্ষায় ফিলিস্তিন

  ৪ মিনিট আগে | ইসলামী জীবন

- উত্তর গাজার ১১ লাখ মানুষকে সরানো উচিত : ইসরায়েল

  ১৬ মিনিট আগে | বিশ্ব

- নেইমারের গায়ে পপকর্ন ছুড়ে মারলেন সমর্থক!

  ১৯ মিনিট আগে | খেলা

সর্বাধিক পঠিত

- উত্তরায় বখাটেরা কুপিয়ে হত্যা করল যুবককে

  ১০ ঘণ্টা আগে | জাতীয়

- প্রাথমিকে নিয়োগ : ৩ বিভাগে লিখিত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা

মোবাইল অ্যাপস ডাউনলোড করুন

GET IT ON Google Play GET IT ON App Store

অনুসরণ করুন

আজকের পত্রিকা

প্রথম পাতা
শেষের পাতা
খেলা
খবর
শুভসংঘ
দেশে দেশে
অনলাইন

জাতীয়
বিশ্ব
বিনোদন
বিজ্ঞাপন
মূল্য তালিকা (প্রিন্ট ভার্সন)
সারাবাংলা
বাণিজ্য
খেলাধুলা

প্রধান সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন ;
সম্পাদক: শাহেদ মুহাম্মদ আলী

আমাদের সম্পর্কে শর্তাবলী
গোপনীয়তা নীতি যোগাযোগ করুন

স্বত্ব © ২০২৩ কালের কণ্ঠ